Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 56
October–December, 2018

বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী রহ. প্রণীত 'আল-হিদায়া' পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি

Burhān Uddīn al-Margīnānī's Al-Hidāya Introduction and Characteristics

Muhammad Rezaul Hossain*
Mostafa Kabir Siddiqui**

ABSTRACT

Al- Hidaya, popularly regarded as encyclopedia of Hanafi fiqh, is celebratd as one of the authoritative texts of Islamic Jurisprudence especially of Hanafi school of thought. Though it is authored in twelve century its relevance in the Islamic legal world has not diminished evn after the eight hundred years. Scholars , since its initiation, has been tremedously harvesting the benefits of this precious book. Since this invaluable treasure of fiqh evidences the extra-ordinary jurisprudential knowledge of the renowned jurist Marginani, his painstaking research, breadth of research, precision of verdicts etc. it deserves to be critically reviewed to justify its relevance in contemporary period and repel the illusory allegations advanced by its opponents. The author of the article has meticulously exerted his scholastic effort to accomplish this task.

Keywords: marginani, al-hidaya, hanafi fiqh, islamic law.

সারসংক্ষেপ

আল-হিদায়া সামগ্রিকভাবে ইসলামী আইনশাস্ত্র ও বিশেষত হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ও মৌলিকগ্রন্থ। একে হানাফী ফিক্হের বিশ্বকোষও বলা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামী আইনের

* Dr. Muhammad Rezaul Hossain is an Assistant Professor of Islamic Studies, Jagannath University, Bangladesh, email: mkrakib1979@gmail.com
** Dr. Mustafa Kabir Siddiqi is an Assistant Professor in the Department of Islamic Studies, Uttara University, Dhaka, email: mostafakabir_seu@yahoo.com

একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্ভরযোগ্য পাঠ্যবই হিসেবে পঠিত হচ্ছে। মূলত আল-হিদায়া প্রণয়ন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আট শতাধিক বছর ধরে প্রতিটি যুগের আলিম, ফকীহ ও আইন বিশারদগণ এর দ্বারা উপকৃত হয়ে আসছেন। এ গ্রন্থটিতে গ্রন্থকারের সূক্ষ্মজ্ঞান, ফিকহী গবেষণা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতা, রায়ের বিশুদ্ধতা, চিন্তাশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিপক্বতা, ইজতিহাদী যোগ্যতা ও ব্যুৎপত্তির চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। এ জন্যই এত অধিককাল পূর্বে রচিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থখানা অদ্যাবধি শরঈ ও ইলমী জগতে একইভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধে আল্লামা মারগীনানী রহ. কর্তৃক রচিত আল–হিদায়া সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে এবং এ অনবদ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিকর মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ: মারগীনানী, আল–হিদায়া, হানাফী ফিকহ, ইসলামী আইন।

ভূমিকা

ফিকহ শাস্ত্রের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করে ফিকহী অভিজ্ঞানকে পূর্ণতাদানে অসামান্য অবদান রেখে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ মুসলিম স্কলার স্বীয় ইলমী খেদমতের জন্য ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন; তাদের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-মারগীনানী রহ. (৫১১-৫৯৩ হি./১১১৭-১১৯৭ খ্রি.) অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস, হাফিয, মুফাস্সির, কালাম শাস্ত্রবিদ, উসূলবিদ, সাহিত্যিক ও যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। তাঁর কলমের ছোঁয়াতে রচিত হয় বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ এ গ্রন্থটি অঞ্চল ও নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে। আল্লামা মারগীনানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যে খেদমত করেছেন তা কিয়ামাত পর্যন্ত বিশ্ববাসী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে। তাছাড়া ফিক্হ শাস্ত্রের জগতে, বিশেষত হানাফী ফিকহের পরিমণ্ডলে আল-হিদায়া একটি মৌলিক ও বুনিয়াদী গ্রন্থ। এক কথায় এ গ্রন্থকে হানাফী ফিকহ শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা যায়। বস্তুত গ্রন্থটি সুদীর্ঘ অষ্টম শতাব্দী থেকে অব্যাহত ভাবে ইসলামী ফিক্হ্ শাস্ত্রের হানাফী মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এমন কি পাক–ভারত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনকালেও বিচার বিভাগে আল–হিদায়াকে সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবীর বহু প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-হিদায়া অতি গুরুত্বের সাথে পঠিত হয়ে থাকে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ফিক্হ শাস্ত্রের বিদ্যাঙ্গনে তা অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত যত গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং যতো ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ও পর্যালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে অন্য কোন ফিক্হ গ্রন্থের ব্যাপারে এমনটি দেখা যায়নি। অত্র প্রবন্ধে আল্লামা মারগীনানী রহ.-এর জীবনী, তাঁর রচিত হিদায়া গ্রন্থের

পরিচিতি, রচনাপদ্ধতি, রচনার প্রেক্ষাপট ও আধুনিক প্রেক্ষিতে হিদায়ার গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা করা হয়েছে।

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর প্রকৃত নাম আলী, কুনিয়াত আবুল হাসান এবং উপাধি বুরহানুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম ও আল-ইমামুল হুমাম। পিতার নাম আবু বকর। (Lacknuwi 1987, 2) তাঁর বংশ পরম্পরা: আলি ইব্ন আবি বকর ইব্ন আবদুল জলিল ইব্নু খলিল ইব্ন আবূ বকর হাবিব আল-ফারগানী আর-রুশদানী আল-মারগীনানী আল-হানাফী। এভাবে তার বংশ পরম্পরা আমিরুল মুমিনীন আবু বকর সিদ্দিক রা. পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। (Kahhālah 1993, 2/411) "الجواهر المضيئة" গ্রন্থে আল-হাকিম আবদুল কাদির কুরাশী রহ. আল্লামা মারগীনানীর পরিচয় এভাবে পেশ করেছেন যে, আলী ইবন আবূ বকর ইবন আবদুল জলিল, তিনি আবূ বকর সিদ্দিক রা.-এর বংশধর, ফারগানা প্রদেশের মারগীনান শহরের অধিবাসী হিসেবে তাকে মারগীনানী বলা হয়, আবুল হাসান তাঁর উপনাম এবং বুরহানুদ্দীন তাঁর উপাধি। (Palanpuri 1996, 134)

জন্ম ও জন্মস্থান

তিনি ৫১১ হিজরীর ৮ই রজব সোমবার আসর নামাযের পর বর্তমান মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় পার্বত্য বাণিজ্য কেন্দ্র ফারগানাহ প্রদেশের অন্তর্গত জায়হুন ও সায়হুন নদী বিধৌত জ্ঞান নগরী বলে খ্যাত মারগীনান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত শহর বর্তমানে সায়হূ'ন (Sihoon-سيحون) নদের দক্ষিণে অবস্থিত। অপর একটি বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি ৫৩০ হিজরী মোতাবেক ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। (Al-Ḥamawī 1965, 4/500; Al-Ziriklī 1995, 5/73)

শৈশবকাল

বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ.-এর শৈশব কাটে পারিবারিক পরিমণ্ডলে। স্বীয় পরিবারে ইলমী পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিনি লালিত-পালিত হন। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ছিল দীনি ইলম চর্চার কেন্দ্র। কেননা, তাঁর পিতামহ ও মাতামহ সহ আত্মীয় স্বজনের প্রায় সকলেই ছিলেন আলিম। পিতার গৃহে তিনি আত্মমর্যাদা ও রুচিবোধ সম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠেন। আল্লামা আবুল হাসান আল-মারগীনানী রহ.-এর ইসলাম ও জ্ঞান চর্চা শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশে পিতার তত্ত্বাবধানে। পিতৃগৃহেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত আলিম ও ফিকহ শাস্ত্রবিদ। প্রাথমিক জ্ঞান তিনি আপন পিতার নিকট শিক্ষা করেন। (Al-Marghīnānī 2001, 1/2)

শিক্ষা জীবন

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. প্রখর স্মৃতি-শক্তিসম্পন্ন, মেধাবী ও বিচক্ষণ ছিলেন। বাল্যকালে তাঁর পিতার নিকট থেকে তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখায় গভীর মনোবিবেশ করেন। আল্লামা মারগীনানী একনিষ্ঠভাবে জ্ঞানান্বেষণে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমশ তাঁর জ্ঞান প্রসারিত ও উজ্জ্বলতর হতে থাকে। তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, দূরদর্শিতা ও অনুসন্ধিৎসা ইত্যকার গুণাবলীতেই ছিলেন অতুলনীয়। তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, ইসলামের প্রায় সকল বিষয়ের ওপর তার ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তাঁর সমসাময়িক কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, মারগীনানী রহ. এর মত পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জগতে কদাচিৎ দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়-ই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। উমর রিযা কাহহালাহ বলেন :

> برهان الدين ابو الحسن فقيه، فرضي، محدث، حافظ، مفسر، مشارك فى أنواع من العلوم.
>
> 'বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান একাধারে ফকীহ, ফরায়েযবেত্তা, মুহাদ্দিস, হাফিয, মুফাসসির ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী।' (Kahhālah 1993, 2/411)

মক্কা মদীনা সফর

মারগীনানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উচ্চতর জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তিনি দেশ ভ্রমণ শুরু করেন। তৎকালে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে বিখ্যাত ও জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিতগণের নিকট হতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভ করেন। তাঁর জীবনের অনেক বছর ভ্রমণে অতিবাহিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সে সকল দেশের বরেণ্য ফকীহ ও 'আলিমগণের নিকট হতে ইলম হাসিল করা তৎকালে মুসলমানদের জন্য জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভের একটি সাধারণ পদ্ধতি ছিল। ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই জ্ঞানার্জনের জন্য দেশ ভ্রমণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনকি ভ্রমণ করে বিখ্যাত উস্তাদগণের নিকট শিক্ষালাভ করাকে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য জরুরী বলে বিবেচনা করা হত।

শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণকালেই আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. ৫৪৪ হিজরীতে মক্কা ও মদীনায় সফর ও হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। হজ্জের সময় বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে আগত হাজীদের সাহচর্য লাভ করে অন্যান্য দেশের মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করেন এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন। মক্কা মদীনায় ভ্রমণ তাঁর জন্য হয়েছিল খুবই উপকারী এবং জীবনের গতি নির্দেশক। তিনি হজ্জকালে কাবা প্রাঙ্গনে বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের জীবনাচার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ

পান। মক্কা-মদীনার জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ হয়। তিনি তাদের থেকে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় অর্জন করেন।

উচ্চতর জ্ঞানার্জনে বিভিন্ন দেশ ও শহর পরিভ্রমণ

আল্লামা মারগীনানী রহ. এর সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তাফসির, হাদীস, ফিকহ সহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের পঠন-পাঠন, সংগ্রহ, সংকলন এবং সেগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে বিভিন্ন অধ্যায় (কিতাব) এবং পরিচ্ছেদ (বাব) ভিত্তিক গ্রন্থবদ্ধকরণের উদ্দ্যোগ ব্যাপকতা লাভ করে। এর ফলে একদিকে যেমন ইল্‌মে দীনের সাথে সম্পর্কিত জরুরী জ্ঞানের উদ্ভব হয়, অপরদিকে মুসলিম জনগণের মাঝে দীনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার শিক্ষা লাভের ব্যাপারে গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তখন কোনো কোনো প্রসিদ্ধ শায়খের শিক্ষা মজলিসে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়ে নিরলসভাবে ইলমে দীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষাজর্নে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করতেন। এ সময় ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন শহর ইলমে দীন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। সেখানে শিক্ষার্থীরা যেমন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার পঠন-পাঠনে নিমগ্ন থাকতেন, তেমনি দূরদেশ হতে ইলম-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তথায় আগমন করে ইলমে দীনের চর্চা ও অনুশীলন করতেন। এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রসমূহে আল্লামা মারগীনানী প্রয়োজনে একাধিকবার শিক্ষা সফর করেছিলেন। তৎকালীন জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত শহর খুরাসান, বাগদাদ, কুফা, সিরিয়া, হিজায, ওয়াসিত ইত্যাদি অঞ্চলসমূহ তিনি সফর করেন।

মারগীনানী রহ.-এর ফিকহী মর্যাদা

বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. 'সাহিব-এ-হিদায়া' নামে সমধিক পরিচিত ও বিখ্যাত। তিনি ফিকহশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার কারণে হানাফী মাযহাবের পরবর্তী যুগীয় 'উলামা'-র মধ্যে 'ইমাম'-এর মর্যাদা লাভ করেন। আল্লামা মারগীনানী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর খ্যাতির মূলে রয়েছে ফিকহ তথা আইনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি। (IFB 1986, 18/65)

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহগণের মতে আল্লামা মারগীনানী কুরআন ও হাদীস হতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী এবং ইমামদের বিভিন্ন অভিমতের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কোন অভিমতকে গ্রহণযোগ্য বলে রায় দান করার যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মা'যুর বা অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কোনও কোনও মাসআলায় তাঁর বিরল অভিমতকে তাকলীদ করা বৈধ বলে বিবেচিত হয়। (Khan 2014, 1/63)

মুহাদ্দিস হিসেবে মারগীনানী রহ.

বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. ফকীহ হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তবে হাদীস শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। কেননা, তিনি পূর্বাহ্নেই এ বাস্তবতা অনুধাবন করেছিলেন যে, হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতার্জন ছাড়া যেমন কুরআন বুঝা সম্ভব নয়; তদ্রূপ পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয় বিষয়ে সম্যক দক্ষতার্জন ছাড়া ইলমে-ফিকহ-এ দক্ষতার্জন অসম্ভব। মারগীনানী রহ. তাঁর আল-হিদায়াহ গ্রন্থে মাসআলার অনুকূলে ব্যাপকহারে হাদীসের দলিল সংস্থাপন করেছেন। প্রতিটি মাসআলার অনুকূলে একাধিক হাদীসসহ খবর ও আছার এনেছেন। কিন্তু 'আল-হিদায়াহ' গ্রন্থখানা ফিকহ বিষয়ে রচিত গ্রন্থ হওয়ায় গ্রন্থকার তাতে তৎকালে প্রচলিত ধারার বিপরীত হাদীসসমূহকে সনদ বিহীন অবস্থায় বর্ণনা করেছেন।

এ জন্যেই শাফিঈ মাযহাবের যে সব মুহাদ্দিস মারগীনানী রহ. এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ইলমী মাকাম তথা পাণ্ডিত্যের সঠিক অবস্থান সমন্ধে অবগত ছিলেন না তাঁরা এ গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসসমূহের উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, হিদায়াহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহ প্রমাণিত নয়। আর এ কারণেই পরবর্তী কালের অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহকে সনদসহ বর্ণনা করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁরা যথারীতি উক্ত হাদীসসমূহকে সনদ ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি দিয়ে সেগুলোর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। আর পরবর্তীকালের ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের এ মহতি কাজ দ্বারা মারগীনানী রহ. সহ অপরাপর হানাফী ফকীহগণের হাদীসশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যাপক অধ্যয়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জিত হয়। (IFB 1986, 18/68)

মুত্তাকী ও 'আবিদ হিসেবে মারগীনানী রহ.

বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ও খোদাভীরু। তিনি ফরয ইবাদতের সাথে সাথে নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে তৎকালীন 'আবিদগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। উচ্চতর জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে যখন তিনি দেশ-বিদেশ সফর করছিলেন তারই এক পর্যায়ে (৫৪৪ হিজরীতে) তিনি মক্কা-মদীনায় আসেন এবং হজ্জ সমাপন করেন। কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে, তখন তার বয়স ১৪ বছর। তাঁর তাকওয়া-পরহেজগারী এবং ইবাদত-বন্দেগীর পরিচয় পাওয়া যায় আল-হিদায়াহ গ্রন্থখানা লেখার সময়কালে লাগাতার রোযা রাখার দ্বারা। এ গ্রন্থ রচনায় সময় লেগেছিল ৫৭৩হি./১১৭৭ঈ. হতে ৫৮৬হি./১১৯০ঈ. সন পর্যন্ত মোট তের বছর। এ দীর্ঘ সময় তিনি লাগাতার রোযা রেখেছিলেন। নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া তিনি রোযা ভাঙ্গেননি। (Al-Marghīnānī 2001, 1/12)

তাঁর ইবাদত- বন্দেগী বা তাকওয়া পরহেজগারীর কথা লোক সমাজে যেন ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তিনি এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন। শায়খ

আকমালুদ্দীন রহ. এর বর্ণনা মতে– হিদায়াহ রচনাকালে সুদীর্ঘ ১৩ (তের) বছর ধরে সাহিবে হিদায়াহ বিরতিহীনভাবে রোযা রেখেছেন। অন্যবর্ণনায় এসেছে তিনি এ দীর্ঘ সময় ইতিকাফে কাটিয়েছেন। কেউ যেন তাঁর লাগাতার রোযা রাখার কথা জানতে না পারে সেজন্য তিনি সদা সর্তক ও সচেষ্ট থাকতেন। খাদিম দিনের বেলায় তাঁর জন্য খাবার নিয়ে এলে খাদিমকে তিনি খাবার রেখে চলে যেতে বলতেন। খাদিম চলে গেলে তিনি কোন গরীব ছাত্র অথবা অন্য কোন অভাবী লোককে ঐ খাবার দিয়ে দিতেন। অতঃপর খাদিম শূন্যপাত্র নিয়ে ফিরে যাবার সময় ধারণা করত যে, খাবার তিনি নিজেই খেয়েছেন।

সন্তানাদি

হিদায়া গ্রন্থকারের সন্তান তিনজন। ১. ইমাদুদ্দীন; ২. নিজামুদ্দীন উমর; ৩. আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ। তিন সন্তানই পিতা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং উচুমানের ইলমের অধিকারী ছিলেন। জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ফিকহ এবং সাহিত্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইমাদুদ্দীন أدب القاضى এবং নিজামুদ্দীন উমর الفقه جواهر الفوائد নামক গ্রন্থ লিখে নিজেদেরকে অমর করে গেছেন।

ইন্তিকাল

দ্বিতীয় যুগের হানাফী ফকীহ 'আল-হিদায়াহ' প্রণেতা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রহ. ৫৯৩ হিজরির ১৪ই যিলহাজ্জ মঙ্গলবার (১১৯৭ খ্রিঃ) রাতে ইন্তিকাল করেন। এ মহান জ্ঞানতাপসের ইন্তিকালের মধ্য দিয়ে সমরকন্দের জ্ঞানাকাশে অন্ধকার নেমে আসে। কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী তাঁর মৃত্যু সাল ৫৯৬ হিজরি/১২০০ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। (Ganghuhi 1996, 257)

আল-হিদায়াহ্ (الهداية) গ্রন্থের পর্যালোচনা

আল-হিদায়াহ্ ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য ও মৌলিকগ্রন্থ। এটিকে হানাফী ফিক্হের বিশ্বকোষও বলা যেতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামী আইনের একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলিম আইনের নির্ভরযোগ্য পাঠ্যবই হিসেবে পঠিত হচ্ছে। মূলত আল-হিদায়াহ রচিত হবার পর আট শতাধিক বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী ফিকহে এর স্থান ও মর্যাদা সুউচ্চ আসনে সমাসীন রয়েছে। প্রত্যেক যুগের আলেম, ফকীহ এবং আইন বিশারদগণ এর দ্বারা উপকৃত হয়ে আসছেন। প্রাচীন ও আধুনিক আইন শাস্ত্রের ইতিহাসে আল-হিদায়াহ-এর মতো অধিকতর প্রামাণ্য সুসংবদ্ধ, বিশুদ্ধ এবং বিস্তারিত গ্রন্থ আজও পর্যন্ত রচিত হয়নি।

হানাফী মাযহাবের ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে আল- হিদায়াহ গ্রন্থখানা যেরূপ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে হানাফী মাযহাবের অপর কোন গ্রন্থ তদানুরূপ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ৮০০ বছরেরও অধিক সময় পূর্বে রচিত হলেও এ গ্রন্থে গ্রন্থকারের সূক্ষ্মজ্ঞান, ফিকহী গবেষণা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতা, রায়ের বিশুদ্ধতা, চিন্তাশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিপক্কতা ইজতিহাদি যোগ্যতা ও ব্যুৎপত্তির চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। এ জন্যই এত অধিককাল পূর্বে রচিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থখানা অদ্যাবধি শরঈ ও ইলমী জগতে একইভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা দেয়নি। আল-হিদায়ার কিতাবুশ শুফআ, কিতাবুল বুয়ু, কিতাবু আদাবিল কাযী মাযহাব চতুষ্টয়ের অন্যতম পাথেয়।

রচনার কারণ

মারগীনানী রহ. বলেন, আমার অন্তরের মধ্যে হঠাৎ এ খেয়াল জাগ্রত হলো যে, ফিক্হ শাস্ত্রের ওপর সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ একখানা গ্রন্থ থাকা প্রয়োজন। আমার এ অনুভূতির পরে আমি ইমাম কুদূরী রহ. কর্তৃক রচিত আল-মুখতাসার এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. কর্তৃক রচিত আল-জামিউস-সাগীর গ্রন্থদ্বয় গভীর অভিনিবেশ সহকারে বারবার অধ্যয়ন করলাম এবং 'বিদায়াতুল মুবতাদী' بداية المبتدى নামে একখানা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করলাম। (Lacknuwi 1324H, 141-142)

'কুদূরী' ও 'জামি উস-সগীর' গ্রন্থদ্বয়ের মূল বক্তব্য নিয়ে রচিত 'বিদায়াতুল মুবতাদী' গ্রন্থখানা খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ায় গ্রন্থকার পরবর্তীতে এরই বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার জন্য মনস্থির করেন। অতঃপর তিনি কিফায়াতুল মুনতাহী নামে এক বিশাল ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থখানা ৮০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে 'কিফায়াতুল-মুনতাহী' গ্রন্থেরই মূলবিষয় ও সারসংক্ষেপ নিয়ে ৪ খণ্ডের আরেকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থখানাই পৃথিবীর সর্বত্র 'আল-হিদায়াহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। (Lacknuwi 1987, 1/25)

রচনার সময়কাল

৫৭৩ হিজরির যিলহজ্জ মাসের প্রথম বুধবার নামাযের পর 'আল-হিদায়াহ' গ্রন্থখানার রচনা কাজ শুরু হয়। রচনায় মোট সময় লাগে ১৩ বছর। এ দীর্ঘ সময়ে কেবলমাত্র নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া সব সময়ই তিনি রোযা রেখেছেন। বর্ণনায় এসেছে তিনি দীর্ঘ ১৩ বছর সময় ই'তিকাফে থেকে আল-হিদায়াহসহ আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, মারগীনানী রহ. এর দুনিয়া বিমুখতা ও তাকওয়ার কল্যাণেই তাঁর রচিত- 'আল-হিদায়াহ' গ্রন্থখানা আজ পর্যন্ত ওলামা ও ফুযালা মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। নেক আমলের কল্যাণে আধ্যাত্মিক পবিত্রতাও অর্জিত হয়ে থাকে। যার ফলে চিন্তা ও ধী-শক্তির মধ্যে নূর ও পবিত্রতা সৃষ্টি হয়। বস্তুত দীনী

গবেষণা কার্যে চিন্তাগত পবিত্রতার ভিত্তিতে যে রায় প্রতিষ্ঠিত হয় এর মধ্যে সু-উচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তা পাওয়া যায়।

হিদায়া গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

ظفر المحصلين بأحوال المصنفين এর গ্রন্থকার আল্লামা হানিফ গাংগুহী বলেছেন : 'হিদায়াহ গ্রন্থটির মধ্যে ফিকহের সমস্ত মাসআলা নেই। আর থাকা সম্ভবও নয়। তবে হিদায়ার সহজ ইবারতের মাধ্যমে অনেক মাসআলা স্পষ্ট হয়ে যায়। আমার জানা মতে, সহজ পন্থায় বিভিন্ন মাসআলার সমাধানের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন কিতাব নেই। হিদায়া পাঠকারী সাধারাণত ভুল চিন্তার শিকার হন না। সহীহ চিন্তা-ভাবনা এবং অন্যের কথার সহীহ উদ্দেশ্য বুঝার জন্য এ কিতাব যতটুকু ভূমিকা রাখে, অন্য কোন কিতাবে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া বড়ই মুশকিল। (Ganghuhi 1996, 265)

বর্ণনা-রীতি ও প্রমাণ উপস্থাপন পদ্ধতি

১. আল-মারগীনানী রহ. হিদায়া গ্রন্থের প্রতিটি মাসআলার আলোচনা আরম্ভ করেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে এবং সহজ-সরল ভাষায়, কিন্তু বিষয়বস্তু অতি ব্যাপক। অতঃপর সে মাসআলার ব্যাখ্যায় তিনি বিভিন্ন ইমামদের রায়ের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করেন। তিনি সর্বশেষ গ্রহণযোগ্য মতের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ পেশ করার পর ভিন্ন মত ও রায়ের স্বপক্ষে পেশকৃত দলীল-প্রমাণের সামঞ্জস্যমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন অথবা উক্ত দলিল-প্রমাণ বাতিল ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কথা যুক্তি-প্রমাণসহ বর্ণনা করেন। দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের উক্ত পদ্ধতি গ্রন্থাকারের নিকট গ্রহণযোগ্য মত ও রায়কে পাঠকের অন্তরে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করে দেয় এবং তৎসম্পর্কীয় সকল সংশয় ও সন্দেহকে তার অন্তর হতে দূর করে থাকে।

   আল্লামা মারগীনানী রহ. সর্বশেষ যে মত ও রায়কে উল্লেখ করেন, তা সাধারণত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত। যদি কোন ক্ষেত্রে মত ও রায়ের উল্লেখের উপরোক্ত বিন্যাস-রীতি পরিবর্তিত দেখা যায়, যেমন প্রথমে ইমাম আবু হানীফার মত এবং পরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (সাহেবাঈন)-এর মত উল্লেখ করা হয়েছে-তবে বুঝতে হবে আল্লামা মারগীনানী সাহিবাঈন-এর রায়কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

২. আল্লামা মারগীনানী রহ. قال رضى الله عنه বলে নিজেকে বুঝিয়েছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. 'মাদারিজুন নবুওয়াহ' গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩. আল্লামা মারগীনানী রহ. যখন قال مشائخنا (আমাদের মাশায়েখ) বলেন, তখন তিনি এর দ্বারা ماوراء النهر (বর্তমান ট্রান্সঅক্সিয়ানা) তথা মেসোপটেমিয়ার মধ্য হতে বুখারা ও সমরকন্দের আলিমদের বুঝিয়ে থাকেন। মারগীনানী রহ. যেখানে فى ديارنا (আমাদের দেশ) বলেছেন, সেখানে এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো ماوراء النهر তথা মেসোপটেমিয়ার শহরসমূহকে বুঝানো। আল্লামা কাসিম-এর মতে 'মাশায়েখ' বলতে আল্লামা মারগীনানী রহ. হানাফী মাযহাবের সেই সকল আলিমগণকে বুঝিয়েছেন, যাঁহা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দর্শন লাভ করেন নাই।

৪. আল্লামা মারগীনানী রহ. উপরোল্লিখিত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ما تلونا (যা আমরা তিলাওয়াত করেছি); পূর্বোক্ত دليل عقلى (যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ)-এর প্রতি ঈঙ্গিত করার জন্য ما ذكرنا (যা আমরা উল্লেখ করেছি) বা ما بينا (যা আমরা বর্ণনা করেছি) এবং পূর্বোল্লিখিত হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ما روينا (যা আমরা রিওয়ায়েত করেছি) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৫. আল্লামা মারগীনানী المختصر শব্দ দ্বারা মুখতাসারুল কুদূরি এবং الكتاب শব্দ দ্বারা আল-জামেউস সগীরকে বুঝিয়ে থাকেন।

৬. আল্লামা মারগীনানী কখনো কখনো قال শব্দ জুড়ে দেন। এর দ্বারা তিনি কখনও ইমাম মুহাম্মদ রচিত আল-জামি'উস-সগীর গ্রন্থের উদ্ধৃতিকে, কখনওবা আল্লামা কুদূরী রচিত আল-মুখতাসার গ্রন্থের উদ্ধৃতিকে এবং কখনও বা স্বরচিত হিদায়া গ্রন্থের উদ্ধৃতিকে বুঝিয়ে থাকেন।

৭. আল্লামা মারগীনানী 'হিদায়া গ্রন্থের কোথাও কোথাও বলেন, عند فلان অমুক (ইমাম)-এর মাযহাব মতে..'। তিনি আবার কোথাও বলেন- عن فلان অমুক (ইমাম)-হতে বর্ণিত রয়েছে..'। প্রথমোক্ত বাগধারা দ্বারা তিনি বুঝিয়ে থাকেন যে, এই মত ও রায়টি অমুক ইমামের সেই মত যা তাঁর মাযহাবপন্থিগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত বাগধারা দ্বারা তিনি বুঝিয়ে থাকেন যে, এই মত অমুক ইমাম হতে শুধু বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা 'আয়নীর মতে শেষোক্ত বাগধারা দ্বারা আল্লামা মারগীনানী বুঝিয়ে থাকেন যে, এই মতটি অমুক ইমাম হতে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেটা তাঁর অনিশ্চিত অভিমত বটে।

৮. যদি কখনও ইমাম-কুদূরী রচিত আল-মুখতাসার গ্রন্থের পাঠ এবং ইমাম মুহাম্মদ রচিত আল-জামি'উস-সগীর গ্রন্থের পাঠ, এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ বা বৈপরীত্য দেখা যায় তবে সেক্ষেত্রে আল্লামা মারগীনানী শেষোক্ত গ্রন্থের পাঠকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকেন।

৯. আল্লামা মারগীনানী রহ. যে মাসআলায় উলামা ও ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে তা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে قالوا বলেছেন...। পক্ষান্তরে যেসব মাসআলায় 'উলামা ও ফুকাহা' সর্বসম্মত রায় প্রদান করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি قالوا অথবা তার অনুরূপ শব্দ উল্লেখ ব্যতিরেকেই শুধু মাসআলা বিষয়ক মত ও রায়কেই বর্ণনা করে থাকেন।

১০. আল-মারগীনানী রহ. কখনও কোন উহ্য (سوال مقدر) প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সে ক্ষেত্রে তিনি 'প্রশ্ন ও উহার উত্তর'-কথাটি উল্লেখ করেন না। অর্থাৎ তিনি বলেন না যে, এই স্থলে এই প্রশ্ন দেখা দেয় ...এবং উহার উত্তর এই যে ... বরং তিনি শুধু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। অবশ্য পাঠক নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও প্রখর ধীশক্তির সাহায্যে আল্লামা মারগীনানীর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝে নিতে সক্ষম হন যে, লেখক এই স্থলে কোনও প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন। হিদায়া প্রণেতা মাত্র কয়েকটি স্থানে 'এই স্থলে এরূপ প্রশ্ন দেখা দেয়..এবং এর উত্তর এই যে ...' এরূপ বর্ণনারীতি অনুসরণ করেছেন। উপরোক্ত বর্ণনারীতি অনুসরণ করে মারগীনানী হাজার হাজার ফিকহ ও বিধিবদ্ধ জটিলতার সমাধান করে দেন।

১১. আল্লামা মারগীনানী রহ. যদি কোন মাসআলার ক্ষেত্রে কোনও নজির বা দৃষ্টান্তকে মত ও রায়ের প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন এবং যদি পরবর্তীকালে উক্ত মাসআলা অথবা নজিরের প্রতি ইঙ্গিত করতে ইচ্ছা করেন, তবে পূর্বোক্ত মাসআলাকে বুঝাতে তার জন্য নিকটবর্তী বাস্তব ইঙ্গিতমূলক বিশেষ্য (ইসমে ইশারা) এবং পূর্বোক্ত নজিরকে বুঝাতে তার জন্য দূরবর্তী বস্তুবাচক ইঙ্গিতমূলক বিশেষ্য ব্যবহার করে থাকেন।

১২. আল্লামা মারগীনানী রহ. যখন কুরআন ও হাদীস হতে কোনও মাসআলার সমাধান বের করার কথা বর্ণনা করেন, তখন যদি তা তাঁর নিজ নিজ ইজতিহাদপ্রসূত হয়, তবে তাকে কারও সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ না করেই বর্ণনা করেন। পক্ষান্তরে, যদি তা অন্য কারও ইজতিহাদপ্রসূত হয়, তবে তিনি সুস্পষ্টরূপে সেটাকে সেই মুজতাহিদের সাথে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেন।

১৩. আল্লামা মারগীনানী কোন কোন স্থানে বলেন : 'যাহিরুর রিওয়ায়া' (ظاهر الرواية) এই যে.." তখন তা দ্বারা তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.) কর্তৃক রচিত নিম্নোক্ত ছয়খানা গ্রন্থকে বুঝিয়ে থাকেন- (ক) আল-মাবসূত; (খ) আয-যিয়াদাত; (গ) আল-জামিউল কাবীর; (ঘ) আল-জামি'উস'-সাগীর; (ঙ) আস-সিয়ারু'স-সাগীর; (চ) আস-সিয়ারুল-কাবীর। তবে রাদ্দুল মুহতার-এর টীকাকার 'আল্লামা 'আব্দুল-মাওলা আদ-দিময়াতী, আস্-সিয়ারু'স-সাগীর ভিন্ন অন্য পাঁচখানা গ্রন্থকে এবং আত-তাহতাবী শেষোক্ত দুইখানা গ্রন্থ

ভিন্ন অন্য চারটি গ্রন্থকে 'যাহিরুর-রিওয়ায়া' নামে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ছয়খানা গ্রন্থই 'যাহিরুর-রিওয়ায়া' এটাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য অভিমত।

১৪. আল্লামা মারগীনানী কখনও কখনও মাসইলুন 'নাওয়াদির' (مسائل النوادر) বর্ণনা করে থাকেন। তিনি মাসাইলুন 'নাওয়াদির' দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ কর্তৃক রচিত অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত অভিমতসমূহকে বুঝিয়ে থাকেন। সেগুলো হল : (ক) 'কায়সানিয়্যাত' (كيسانيات)-এ গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ জনৈক কায়সান নামক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সংকলন করেন। (খ) 'জুরজানিয়্যাত' (جرجانيات) - এ গ্রন্থ তিনি জুরজান শহরে অবস্থানকালে সংকলন করেন। (গ) 'হারুনিয়্যাত' (هارونيات)-এ গ্রন্থ তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের উদ্দেশ্যে সংকলন করেন। (ঘ) রুকাইয়্যাত' (رقيات)-এ গ্রন্থ তিনি রাক্কা শহরে অবস্থানকালে সংকলন করেন। (ঙ) আমালিয়ে মুহাম্মদ (امالى محمد) ইত্যাদি।

১৫. আল্লামা মারগীনানী রহ. আল-হিদায়া কিতাবে 'সাহেবাঈন' (صاحبين) বলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. কে, 'শায়খাইন' (شيخين) বলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কে এবং 'তরফাঈন' (طرفين) বলে আবু হানীফা ও মুহাম্মদ রহ. কে বুঝিয়েছেন। এছাড়াও মারগীনানী কোথাও কোথাও 'কুতুবুল-আমালীর উল্লেখ করে থাকেন।

তিনি উহা দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ হতে তাঁর শাগরেদগণ কর্তৃক পূর্বযুগীয় 'ওলামার'র নিয়ম অনুসারে সংগৃহীত ও সংকলিত রিওয়ায়াতসমূহকে বুঝিয়েছেন। (Al-Ihsan 1962; IFB 1986, 18/67)

জ্ঞান চর্চার জগতে হিদায়ার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা

জ্ঞান চর্চার জগতে হিদায়া গ্রন্থের জনপ্রিয়তা, জ্ঞান-বিতরণমূলক উপকারিতা, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা এত বেশি যে, পরবর্তী যুগের 'উলামা' ও মুহাক্কিকগণ উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন দিককে লোকদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট ও পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে এবং উপকারিতা ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করে আসছেন। হিদায়া বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে নিম্নোক্ত বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে-(১) হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং সাহাবীদের বাণী ও কার্যাবলির বিবরণ হাদীস গ্রন্থাবলি হতে সনদসহ বর্ণনা (২) ব্যাখ্যা (৩) টীকা (৪) সারসংক্ষেপ রচনা (৫) দলিল-প্রমাণের বর্ণনা ব্যতিরেকে শুধু হিদায়াতে বর্ণিত মাসআলাসমূহের বর্ণনা (৬) হিদায়াতে বর্ণিত মাসআলাসমূহ ও এগুলোর দলীল-প্রমাণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তি-প্রমাণসমূহের খণ্ডন (৭) হিদায়া'র পরিশিষ্ট সমূহ (৮) বিভিন্ন অংশের খণ্ডিত ব্যাখ্যা ও রচনা ও (৯) পরিচয়মূলক ভূমিকাসমূহ (IFB 1986, 18/68)।

হিদায়া গ্রন্থের হাফেজগণ

ظفر المحصلين بأحوال المصنفين এর গ্রন্থকার বলেন– শায়খ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের কুরাশী আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যা (الجواهر المضية) নামক গ্রন্থে আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন হাসান হালাবী (شمس الدين محمد بن الحسن حلبى) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি ছোট বেলায় হিদায়া কিতাবটি হুবহু মুখস্থ করেছিলেন। মুখস্থের পর তিনি উলামায়ে কেরামের একটি দলকে সেটি মুখস্থ শুনিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে আল্লামা আবু হাফছ ওমর উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবন আবু বকর ইবন আব্দুল কাহের (মৃ. ৬৮০হি.) হিদায়া গ্রন্থের হাফেজ ছিলেন। (Ganghuhi 1996, 266)

হিদায়া গ্রন্থ সম্পর্কে অভিযোগের জবাব

হিদায়া গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থে যেহেতু ফিক্হ বিষয়ে রচিত, তাই তাতে তৎকালে প্রচলিত প্রথা মুতাবিক সে সকল হাদীসের সনদ উল্লেখ করা হয়নি। তৎকালীন সময়ে হাদীস বর্ণনার নিয়ম ছিল-পুরোপুরি সনদ বর্ণনা করা। মারগীনানী রহ. গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আল-হিদায়া গ্রন্থে হাদীসসমূহকে সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে এ সকল হাদীসের প্রত্যেকটিরই উল্লেখ রয়েছে। ফলে শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ যাঁরা আল্লামা মারগীনানীর পাণ্ডিত্যের সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তাঁরা হিদায়ার বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি উত্থাপন করেন যে, উদ্ধৃত হাদীসসমূহ হয়ত প্রমাণিত নয়। এই কারণে বিভিন্ন ফকীহ ও মুহাদ্দিস হিদায়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীস সমূহের প্রত্যেকটি সনদসহ বর্ণনা করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁরা যথারীতি উক্ত হাদীসসমূহের সনদ ও মূল হাদীস গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি হাওয়ালা দ্বারা ঐসব হাদীসের বিশুদ্ধতা ও সঠিকতা প্রমাণ করে দেন।

ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের উক্ত কার্য হতে হাদীসশাস্ত্রে আল-মারগীনানী ও হানাফী ফকীহগণের গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যাপক অধ্যয়ন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। উক্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত লেখকগণ কর্তৃক গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে-১) শায়খ মুহিউদ্দিন 'আব্দুল-কাদির ইব্ন মুহাম্মদ আল-কুরাশী আল-মিস্রী (মৃ. ৭৫৫হি.), 'আল-'ইনায়া: বি-মা'রিফাতি আহাদিছিল হিদায়া'। (২) শায়খ 'আলাউদ্দীন 'আলী ইব্ন 'উছমান (মৃ. ৭৫০হি.) তিনি ইব্নু'ত-তুরকুমানী আল-মারদীনী নামে সমধিক পরিচিত, 'আল-কিফায়া: ফী মারিফাতি আহাদীছিল-হিদায়া'। (৩) শায়খ জামালুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ আয-যায়লাঈ (মৃ. ৭৬২হি.), 'নাসবুর-রায়া লি আহাদীছিল-হিদায়া'; (৪) আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.) 'আদ্-দিরায়া : ফী মুনতাখাবি আহাদীসিল-হিদায়া'। (Al-Marghīnānī 2001, 1/13)

এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি উদাহরণ তুলে ধরা হল :

> হিদায়া গ্রন্থকার 'আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করার বিষয়টি মহানবী স. এর কর্ম দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন।' আল্লামা যায়লায়ীর মতে এ হাদীসটি গরিব (غريب)। কিন্তু আল্লামা আইনী রহ. 'বিনায়া' (بناية) নামক গ্রন্থে বলেছেন, আল্লামা যায়লায়ী রহ. সুনানে আহমদ (سنن أحمد) গভীরভাবে দেখেননি। নচেৎ আলী রা.-এর এ হাদীস তিনি অবশ্যই পেয়ে যেতেন। যার মধ্যে এ শব্দগুলো সরাসরি উল্লেখ রয়েছে وادخل بعض اصابعه فى فيه এবং রাসূলুল্লাহ স. তাঁর কোন কোন আঙ্গুলকে তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। (Ganghuhi 1996, 259)

সুতরাং হিদায়া কিতাবের নীচে টীকাকারগণ। غريب جدا বা। نادر جدا ইত্যাদি যে সকল শব্দ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তা কেবল শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি শব্দগুলোর ক্ষেত্রে গভীর দৃষ্টিপাত করা হয়– তাহলে বুঝা যাবে যে, ঐ সকল হাদিসের ভাবার্থ হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব বা অন্যকোন নির্ভর যোগ্য কিতাবের হাদীস দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে।

হিদায়ার দরসে সহীহাইনের হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান

ظفر المحصلين بأحوال المصنفين গ্রন্থকার বলেছেন, 'সিয়ারুল আওলিয়া' (سير الاولياء) নামক গ্রন্থে মাওলানা ফখরুদ্দীন রাজী সম্পর্কে লিখিত রয়েছে যে, তিনি চাশতের নামাযের পর হিদায়ার দারস দিতেন। একদিনের ঘটনা ফখরুদ্দীন রাযী হিদায়ার দরস দিচ্ছেন এমন সময় প্রখ্যাত আলিম কামালুদ্দীন রাব্বানী তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর দরসে হাজির হলেন। রাযী রহ. দরসে হিদায়ার মাসআলার স্বপক্ষে হিদায়ার হাদীস দিয়ে দলিল পেশ না করে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন হিদায়া কিতাবটি সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমের হাদিসের আলোকে লিপিবদ্ধ একটি কিতাব। (Ganghuhi 1996, 266)

হিদায়া'র ভাষ্য গ্রন্থাবলি

হিদায়া গ্রন্থের বহু সংখ্যক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থাবলি হতে ফিক্হ শাস্ত্রে আল্লামা মারগীনানীর গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যাপক ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। উক্ত ভাষ্য গ্রন্থাবলির কল্যাণে হিদায়া গ্রন্থে ফিক্হী মাসআলাসমূহ ও এতদ্বিষয়ক গবেষণামূলক তথ্য ও তত্ত্বাবলির নানা দিক অধিকতর সুষ্ঠু ও বিশদভাবে পাঠকদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। হিদায়ার ভাষ্য গ্রন্থাবলির মধ্য হতে যে সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম জানা গিয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. হামিদুদ্দীন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আদ-দারীর আল-বুখারী (মৃ. ৬৬৭ হি.) প্রণীত আল-ফাওয়ায়েদ (গ্রন্থখানা দুই খণ্ডে সমাপ্ত)।

২. তাজুশ শারীয়াহ 'উমার ইব্ন সাদ্রুশ-শারীয়াহ আল-আওআল আহমাদ ইবন জামালুদ্দীন 'উবায়দুল্লাহ আল-মাহবুবী আল-হানাফী (মৃ. ৬৭২হি.) প্রণীত 'নিহায়াতুল কিফায়া-ফী দিরায়াতিল-হিদায়া।'

৩. আবুল -আব্বাস আহমদ ইব্ন ইবরাহীম আস-সারূজী আল-কাযী আল-হানাফী (মৃ. ৭১০ হি.) প্রণীত 'আল-গায়া' (গ্রন্থখানা কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত)। সারুজী-এর ইন্তিকালের পর সাদুদ্দীন আদদায়রী (মৃ. ৮৬৭ হি.) সারুজী কর্তৃক অনুসৃত পন্থায় ও রচনা রীতিতে উক্ত গ্রন্থটির রচনাকার্য সমাপ্ত করেন।

৪. হুসামুদ্দীন হুসাইন ইব্ন 'আলী আল-হানাফী (মৃ. ৭১০ হি.) ইনি আস-সাফনাকী নাকে সমধিক পরিচিত: আন-নিহায়াহ, উক্ত গ্রন্থের রচনাকার্য রাবীউল আউয়াল, ৭০০ হি. সমাপ্ত হয়। জামালুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন আহমাদ ইব্নুস-সিরাজ আল-কুদুমী (মৃ. ৭৭০হি.), 'খুলাসাতুন-নিহায়া ফী ফাওয়াইদিল-হিদায়া' নামক একখানা সারগ্রন্থ রচনা করেন।

৫. কিওয়ামুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-বুখারী আস-সাক্কাকী (মৃ. ৭৪৯ হি.)। মিরাজুদ-দিরায়া ইলা শারহিল হিদায়া। তার রচনাকার্য ১১ মুহাররম ৭৪৫ হিজরিতে সমাপ্ত হয়।

৬. কি'ওয়ামু'দ-দীন আমীর কাতিব ইব্ন আমীর 'উমার আল-আতকাফী আল-হানাফী (মৃ. ৭৫৮হি.)। 'গায়াতুল-বায়ান ওয়া নাদিরাতুল-আকরান' গ্রন্থখানা তিন খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। লেখকের ২৬ বৎসর ৭ মাসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে ৭৪৭ হি. রচনাকার্য সমাপ্ত হয়।

৭. আস-সায়্যিদ জালালুদ্দীন আল-কিরমানী (মৃ. ৭৬৭ হি.)। আল-কিফায়া: ফী শারহিল-হিদায়া।

৮. হাফিজুদ্দীন আবুল বারাকাত 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ আন-নাসাফী (মৃ. ৭১০ হি.) 'শারহুল-হিদায়া'। হাওয়ামিশু'ল-জাওয়াহির গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম নাসাফী ৭০০ হি. সনে উক্ত গ্রন্থখানা রচনা করেন।

৯. কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল-ওয়াহিদ আস-সিওয়াসী আল-হানাফী (মৃ. ৮৬১ হি.)। ইনি ইবনুলহুমাম নামে সমধিক পরিচিত। তিনি 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত ভাষ্য গ্রন্থখানা বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মোল্লা আলী ক্বারী দুই খণ্ডে সমাপ্ত এর টীকা রচনা করেছেন। ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আল-হালাবী (মৃ. ৯৫৬ হি.) এর সারসংক্ষেপ রচনা করেছেন।

১০. শামসুদ্দীন আহমদ ইব্ন কুরাদ (মৃ. ৯৮৮ হি.)। ইনি কাযী নামে সমধিক পরিচিত। নাতাইজু'ল-আফকার ফী কাশফি'র রুমুয ওয়াল-আস্রার নামক গ্রন্থটি তার রচনা;

১১. সিরাজুদ্দীন 'উমার ইব্ন ইসহাক আল-গাযনাবী আল-হিন্দী (মৃ. ৭৭৩ হি.) 'আত-তাওশীহ'। লেখক 'আত-তাওশীহ' গ্রন্থ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততর আরও একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ৬ খণ্ডে সমাপ্ত এবং তর্ক ও প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম জানা যায় না।

১২. আকমালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ আল-বাবারতী আল-হানাফী (মৃ. ৭৮৬ হি.) প্রণীত 'আল-'ইনায়া'। গ্রন্থখানা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম আদ-দারাওয়ারী আল-মিসরী আল-হানাফী (মৃ. ১০৬৬ হি.) উক্ত গ্রন্থের টীকা রচনা করেছেন।

১৩. 'আলাউদ্দীন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-খালাতী (মৃ. ৭০৭ হি.) 'শারহুল-হিদায়া' নামে একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

১৪. 'আলাউদ্দীন 'আলী ইব্ন 'উছমান আল-মারুদীনী (মৃ. ৭৫০হি.)। ইনি ইবনুত-তুরকুমানী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি 'শারহুল-হিদায়া' নামে একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। লেখক নিজে উক্ত গ্রন্থের রচনাকার্য সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ (মৃ. ৭৬৯ হি.) সনে তা সমাপ্ত করেন।

১৫. কাজী বাদরুদ্দীন মাহমুদ ইবন আহমাদ (মৃ. ৭৫৫হি.)। তিনি 'আল-'আয়নী' নামে সমধিক পরিচিত। ইনি 'আল-বিনায়া' (১৩ খণ্ডে সমাপ্ত) একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। তার রচনাকার্য ১০ মুহাররম ৭৫০ হিজরিতে সমাপ্ত হয়।

১৬. মুহিব্বুদ্দীন (মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ) আল-হালাবী (মৃ. ৭৯০ হি.)। তিনি ইবনুশ-শাহিনা নামে সমধিক পরিচিত 'নিহায়াতুন-নিহায়া' তাঁর রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ (৫খণ্ড)। গ্রন্থখানার রচনাকার্য অসমাপ্ত রয়েছে।

১৭. আবুল মাকারিস আহমাদ ইব্ন হাসান আত-তাবরীযী আল-জারুবারদী আশ-শাফিয়ী (মৃ. ৭৪৬ হি.) তিনি শারহুল হিদায়া নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।

১৮. তাজুদ্দীন আহমাদ ইব্ন 'উসমান ইব্ন ইবরাহীম আল-মারুদীনী আত-তুরকুমানী আল-মিস্রী আল-হানাফী (মৃ. ৭৪৪,৭৪৫হি.) প্রণীত শারহুল-হিদায়া।

১৯. সিনানুদ্দীন ইউসুফ আল-মুহাশশী আর-রুমী প্রণীত শারহুল হিদায়া। উক্ত গ্রন্থখানাও অসমাপ্ত। লেখকের ইন্তিকালের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইব্ন মুস্তাফা (মৃ. ১০৩৯হি.) তার রচনাকার্য সমাপ্ত করেন।

২০. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'উসমান ইবনুল-হারীরী (মৃ. ৭২৭ হি.)। 'শারহুল-হিদায়া।'

২১. খুদাদাদ বিহলাবী শারহুল-হিদায়া। অসমাপ্ত।

২২. মুসলিহুদ্দীন মুসতাফা ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন আয়-দোগামাশ আল-কিরমানী (মৃ. ৮০৯হি.) প্রণীত ইরশাদুদ-দিরায়া।

২৩. কাযী 'আবদুর-রাহিম ইব্ন 'আলী আল-আমাদী প্রণীত যুব্দাতুদ-দিরায়া।

২৪. ইব্ন 'আব্দুল হক ইবরাহিম ইব্ন 'আলী আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭৪৪হি.) প্রণীত শারহুল হিদায়া।

২৫. আহমাদ ইবনে হাসান ওরফে ইবনুয-যারকাশী (মৃ. ৭৩৮ হি.) শারহুল হিদায়া।

২৬. তাজুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আহমাদ ইব্ন 'আবদুল-কাদির আল-হানাফী (মৃ. ৭৪৯হি.) শারহুল হিদায়া।

২৭. নাজমুদ্দীন আবুজ-জাহির ইসহাক ইব্ন 'আলী আল-হানাফী (মৃ. ৭১১ হি.) প্রণীত 'শারহুল হিদায়া' (২ খণ্ডে সমাপ্ত)।

২৮. আস-সায়্যিদ আশ-শারীফ 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জুরজানী (মৃ. ৮১৬ হি.) প্রণীত 'শারহুল হিদায়া'।

২৯. সাদুদ্দীন আত-তাফ্তাযানী শারহুল হিদায়া। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ শারাফুদ্দীন কাশফুজ-জুনুন গ্রন্থে সংযোজিত পরিশিষ্টে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

৩০. আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন মুবারাক শাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল-হারাবী (মুঈন উপাধিপ্রাপ্ত) 'আদ-দিরায়া' রচনা করেন।

৩১. আবুল-য়ামান মুহাম্মদ ইব্নুল-মুহিব্ব : 'তাওজীহুল-'ইনায়া' লি-জামঈ শুরুহিল হিদায়া' (২ খণ্ডে সমাপ্ত)।

৩২. তাকিয়্যুদ্দীন আবূ বাক্র ইব্ন মুহাম্মদ আল-হিসানী আশ-শাফিঈ (মৃ. ৮২৯ হি.) 'শারহুল-হিদায়া' রচনা করেন।

৩৩. নাজমুদ্দীন ইবরাহীম ইব্ন 'আলী আত-তার্সুসী আল-হানাফী (মৃ. ৭৫৭ হি.) শারহুল হিদায়া (৫ খণ্ডে সমাপ্ত)।

৩৪. শায়খ হামীদুদ্দীন মুখলিস ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-হিন্দী আদ-দেহলাভী কর্তৃক 'শারহুল-হিদায়া (অসমাপ্ত);

৩৫. জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক রচিত 'রাওদাতুল-আখবার' নামক হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

৩৬. জামীল আহমদ সাকড়োডভী প্রণীত (মৃ. ২০১৯ খ্রি.) আশরাফুল হিদায়া, উর্দূ।

হিদায়া গ্রন্থের টীকাসমূহ

হিদায়া-র ফিকহী অবস্থান ও জ্ঞান বিতরণে এর কার্যকারিতা কত উচ্চ ও ব্যাপক, তার ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলি হতেই তৎসম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। তবে বহু সংখ্যক আলেম হিদায়ার বিভিন্নরূপ টীকাও রচনা করেছেন। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য টীকা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো :

১। জালালুদ্দীন 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ (মৃত.৬৯১ হি.), হাশিয়াতুল-হিদায়া। লেখকের ইন্তিকালের পর মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-কূনারী উক্ত টীকার রচনাকার্য সমাপ্ত করেন এবং উহার নামকরণ করেন তাকমিলাতুল-ফাওয়ায়িদ।

২। মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ মাওলানাযাদাহ আল-হানাফী (মৃ.৮৫৯ হি.) প্রণীত হাশিয়াতুল-হিদায়া।

৩। মুসলিহুদ্দীন মুসতাফা ইব্ন শাবান আস-সারওয়ারী (মৃ.৯৬৯ হি.) হাশিয়াতুল-হিদায়া।

৪। ইব্ন বালী (মৃ. ৯৯২ হি.) হাশিয়াতুল হিদায়া।

৫। 'আবদুল গাফুর হাশিয়াতুল হিদায়া।

৬। হাদ্দাদ জৈনপুরী হাশিয়াতুল হিদায়া।

৭। আহমাদ রেযা খান বেরেলভী হাশিয়াতুল-হিদায়া।

৮। 'আবদুল-হালীম লক্ষ্ণোভী হাশিয়াতুল-হিদায়া।

৯। 'আবদুল হাই লক্ষ্ণোভী হাশিয়াতুল-হিদায়া।

হিদায়া গ্রন্থের সারসংক্ষেপ গ্রন্থাবলি

কিছু সংখ্যক আলিম ও ফকীহ হিদায়ার সারসংক্ষেপ রচনা করেন। সেগুলোর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত কিছু সারগ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল:

১। 'আলাউদ্দীন 'আলী ইব্ন উসমান আল-মারুদীনী (মৃ. ৭৫০হি.) 'আল-কিফায়া: ফি তালখীসিল-হিদায়া'। উক্ত লেখক হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থের রচয়িতা এবং হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস সমূহের সনদসহ বর্ণনাকারীও বটে।

২। জালালুদ্দীন আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আল-বাত্তানী, 'আল-'ইনায়া-বি-শানিল-হিদায়া'।

৩। ইবরাহীম ইব্ন আহমাদ আল-মুসিলী (মৃ.৬৫২ হি.) 'সালালাতুল হিদায়া'।

৪। তাজুশ-শারীয়া মাহমুদ আল-মাহবুবী, 'আল-বিক্বায়া'। সাদরুশ-শারীয়া উক্ত সার-গ্রন্থের 'আন-নিকায়া' নামক একখানা সারগ্রন্থ রচনা করেন। 'আবদুল-

আলী আল-বারজান্দী শেষোক্ত সারগ্রন্থের শারহুন নিকায়াঃ নামক একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। এভাবে হিদায়া গ্রন্থের উপর রচিত গ্রন্থাবলি বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলি যেগুলোকে পরোক্ষভাবে হিদায়া বিষয়ক গ্রন্থাবলি বলা যায়, এর সংখ্যা অনেক।

৫। কাযী 'আলাউদ্দীন মাহমুদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ আল-হারিছী আল-মারাযী (মৃ.৬০৬ হি.) 'তালখীসু'ল-হিদায়া' (IFB 1986, 18/69)।

দলিল-প্রমাণের উল্লেখ ব্যতীত হিদায়ার মাসআলাসমূহের বর্ণনা

হিদায়া গ্রন্থে মাসআলাসমূহ যেহেতু দলিল-প্রমাণসহ বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু তার আয়তন কিছুটা বৃহৎ হয়ে যায়। অতএব, কোনও কোনও 'আলেম হিদায়া-তে বর্ণিত মাসআলাসমূহের দলিল-প্রমাণের উল্লেখ বাদ দিয়ে শুধু মাসআলাসমূহের বর্ণনা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এভাবে হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত মাসআলাসমূহের তালিকা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। নিচে উক্ত শ্রেণির কয়েকটি গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো:

১। কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ তাশ-কোপারাযাদাহ আল-রুমী আল-হানাফী (মৃ. ১০৮০ হি.) প্রণীত 'আসহাবুল বিদায়াতি ওয়ান-নিহায়া: ওয়া তাজরীদু মাসাইলিল-হিদায়া'।

২। আবুল মালিহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'উসমান ইবনুল আকবার (মৃ. ৭৭৪ হি.)। 'আর-রিআয়া ফী তাজরীদি মাসাইলিল হিদায়া'।

হিদায়া গ্রন্থের পরিশিষ্টসমূহ

কতিপয় ফকীহ ও আলিম হিদায়ার পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। নিম্নে হিদায়া গ্রন্থের কয়েকটি (ضميمة) পরিশিষ্টের পরিচয় উল্লেখ করা হলো–

(১) সা'দুল্লাহ ইব্ন ঈসা আল-ফাতাহ [মৃ. ৯৪৫ হি.] প্রণীত 'তালীকাত'। উক্ত পরিশিষ্টসমূহকে লেখকের জনৈক ছাত্র সংকলিত করেন।

(২) সিরাজুদ্দীন 'উমার ইব্ন আলী-আল-কাত্তানী ওরফে কাবিউল-হিদায়া ঃ (জীবনকাল ঃ ৭৭৩-৮২৯ হি.) । 'তালিকাত' ।

(৩) আবুস-সাউদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-আমিদী (মৃ. ৯৮২ হি.), 'তালীকাত'। উক্ত পরিশিষ্টসমূহ শুধু ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় বিষয়ে রচিত হয়েছে।

(৪) মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ওরফে বারকারী (মৃ. ৯৮১ হি.)। তালীকাত

(৫) বাবাযাদাহ মুহাম্মাদ আল-কিরামানী (মৃ. ৯৯৪ হি.)। 'তালীকাত'

(৬) 'আবদু'ল-হালীম ইব্ন মুহাম্মাদ ওরফে আখুযাদাহ (মৃ. ১০১৩ হি.)। 'তালীকাত'

(৭) যাকারিয়া ইব্ন বায়রাম আল-মুফতী (মৃ. ১০০১ হি.)। 'তালীকাত'

(৮) আল-মাওলা 'আতা-উল্লাহ ঃ 'তালীকাত'

(৯) 'আলী ইব্ন কাসিম আয-যায়তুনীঃ 'তালীকাত'

(১০) আল-মাওলাসারী কুরযাযাদাহ মুহাম্মাদ (মৃ. ৯৯০ হি.)। 'তালীকাত'

(১১) ইয়াকুব ইব্ন ইদরীস আর-রূমী (মৃ. ৮৩৩ হি.)। 'তালীকাত'

(১২) আহমাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন কামাল পাশা (মৃ. ৯৪০ হি.)। 'তালীকাত'

(১৩) ইউসুফ সিনান পাশা ইব্ন খিদ্‌র বেক (মৃ. ৮৯১ হি.)। 'তালীকাত'

(১৪) মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মুসতাফা শায়খযাদাঃ আল-মুহাশমী (মৃ. ৯৫৯ হি.)। 'তালীকাত'

(১৫) সাইফুদ্দীন আহমাদ হা'ফীদ আস-সাদ আত-তাফতাযানী (মৃ.৯০৬ হি.)। 'তালীকাত'

(১৬) আস-সমরকান্দী আল-হামীদী। 'নিকাতু আহকারিল ওয়ারা'।

হিদায়ার অংশবিশেষের ব্যাখ্যা

কোনও কোনও 'আলেম হিদায়ার অংশবিশেষেরও ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলো– (১) আহমাদ ইব্ন মুসতাফা ওরফে তাশকুবরাযাদাহ (মৃ. ৯৬৭ হি.) তারগীবুল-আদাব। উক্ত লেখক হিদায়ার ভূমিকার ব্যাখ্যা রচনা করেন। পরবর্তীকালে 'আবদুর রাহমান ইব্ন 'আলী আল-আয়াসী (মৃ. ৯৮৩ হি.) উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন। উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে সুরী আফিনদী কর্তৃক রচিত টীকাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (২) 'আল্লামা 'আবদুস-সাউদ রচিত তাহাফাতুল-আমজাদ। এটি হিদায়ার জিহাদ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। (৩) 'আল্লামা 'আবদ'র-রহমান ইব্ন কামাল রচিত শারহু' কিতাবিল হাজ্জ।

পরিচয়মূলক ভূমিকাসমূহ

হিদায়া সম্পর্কে মাওলানা 'আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. একটি মুকাদ্দামা (ভূমিকা) রচনা করেন। উক্ত মুকাদ্দামা সাধারণত হিদায়ার মাদ্‌রাসা পাঠ্য অনুলিপিসমূহের প্রারম্ভে মুদ্রিত থাকে। আর-মারগীনানী হিদায়া গ্রন্থের শেষ দুই খণ্ডে সংক্ষেপে যে সকল 'আলিম ও ফকীহর নাম উল্লেখ করেছেন, মাওলানা 'আবদুল-হাই তাঁর উক্ত মুকাদ্দামায় তাঁদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি 'মুযিলাতুদ-দিরায়া-লি-মুকাদ্দিমাতিল-হিদায়া' নামে উহার একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন।

বর্তমান যুগে হিদায়া গ্রন্থের ফিকহী তথা আইনশাস্ত্রীয় গুরুত্ব ও মর্যাদা কত অধিক ও উচ্চ তৎসম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা যেতে পারে একমাত্র উহার গভীর ও নিষ্ঠাপূর্ণ অধ্যয়ন দ্বারা। তবে হিদায়া গ্রন্থের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদসমূহের শিরোনাম হতেও এই

বাস্তব সত্যটি প্রতিভাত হয় যে, আল-মারগীনানী আজ হতে নয় শত বৎসর পূর্বে আইনগত বিষয়াবলি সম্বন্ধে অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। যদি আধুনিক পাশ্চাত্য আইনশাস্ত্রের সহিত তুলনামূলকভাবে হিদায়া গ্রন্থের অধ্যয়ন করা হয়, তবে এর প্রকৃত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থান অধিকতর স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হয়। হিদায়া গ্রন্থের অধ্যায়সমূহের নাম তথা এতে আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহের শিরোনাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে বর্ণিত হলো। এর দ্বারা হিদায়া গ্রন্থের রচনা কত ব্যাপক এবং এর জ্ঞানালোচনামূলক অবস্থান কত ঊর্ধ্বে তৎসম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

(১) কিতাবুত-তাহারাত (পবিত্রতা সম্পর্কিত অধ্যায়); (২) কিতাবুস-সালাত (সালাত বিষয়ক অধ্যায়); (৩) কিতাবুয-যাকাত (যাকাত বিষয়ক অধ্যায়); (৪) কিতাবুস-সাওম (সাওম বিষয়ক অধ্যায়); (৫) কিতাবুল হাজ্জ (হাজ্জ বিষয়ক অধ্যায়); (৬) কিতাবুন নিকাহ (বিবাহ বিষয়ক অধ্যায়- Law of Marriage); (৭) কিতাবুর-রিযা (অন্য নারী কর্তৃক স্তন্য দান বিষয়ক অধ্যায়-Fosterage); (৮) কিতাবুত-তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Divorce); (৯) কিতাবু'ল-ইতাক (ক্রীতদাসের মুক্তি বিষয়ক অধ্যায়-Law of Manamission of Staves); (১০) কিতাবুল-আয়মান (শপথ বা কসম বিষয়ক অধ্যায়-Law of Vows); (১১) কিতাবুল হুদূদ (অপরাধ ও উহার শাস্তি বিষয়ক অধ্যায়-Law of Crimes and Punishments) উক্ত অধ্যায়ের শেষ দিকে তা'যীর বা অনির্ধারিত শাস্তি (Unspecified Punishments) বিষয়ক একটি উপ-পরিচ্ছেদও সংযোজিত রয়েছে; (১২) কিতাবুস-সারাকাহ (চুরি বিষয়ক অধ্যায়-Law of Theft; (১৩) কিতাবুস সিয়ার (যুদ্ধ ও শান্তিবিষয়ক অধ্যায়-Law of War and Peace); আধুনিক পরিভাষায় উহাকে Public International Law (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সাধারণ আইন) বলা হইয়া থাকে; (১৪) কিতাবুল লাকীত (পথে পাওয়া শিশু বিষয়ক অধ্যায়-Law of Foundlings); (১৫) কিতাবুল-লুকতা (পথে পাওয়া বস্তুবিষয়ক অধ্যায়-Law of Trove); (১৬) কিতাবুল'-ইবাক(ক্রীতদাসের পলায়ন বিষয়ক অধ্যায়-Law Relating to Absconding of Slaves that is prisoners of war; (১৭) কিতাবুল-মাফকূদ (হারানো ব্যক্তিসম্পর্কিত অধ্যায়-Law Relating of Missing Person); (১৮) কিতাবুশ-শিরকাহ (অংশীদারিত্ব বিষয়ক অধ্যায়- Law of Partnership- Company Law); (১৯) কিতাবুল ওয়াক্ফ (ওয়াকফ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Trust and Appropriations); (২০) কিতাবুল-বুয়ূ (ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ক অধ্যায়-Law of Contracts and Transactions-Law of Sales); (২১) কিতাবুস-সরফ (মুদ্রা বিনিময় বিষয়ক অধ্যায়-Law of Surf Sale); (২২) কিতাবুল-কাফালাহ (জামিন হওয়া সম্পর্কিত

অধ্যায়-Law of Bails)। উহা জামানত বিষয়ক আইন নামেও পরিচিত; (২৩) কিতাবুল-হাওয়ালাহ (ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব হস্তান্তর বিষয়ক অধ্যায়-Law of Transfer of debts); (২৪) কিতাবু আদাবিল কাযী (বিচারপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক অধ্যায়-Duties of Judges-Procedural Law); (২৫) কিতাবুশ-শাহাদাহ (সাক্ষ্য প্রদান বিষয়ক অধ্যায়-Law of Evidence); (২৬) কিতাবুর রুজু 'আনিশ-শাহাদাত (সাক্ষ্য প্রত্যাহার বিষয়ক অধ্যায়-Law of Retraction of Evidence); (২৭) কিতাবুল ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক অধ্যায়-Law of Agency); (২৮) কিতাবুদ-দা'ওয়া (দাবি উত্থাপন বিষয়ক অধ্যায়-Law of Claims); (২৯) কিতাবুল-ইকরার (স্বীকারোক্তি বিষয়ক অধ্যায়-Law of Acknowledgements); (৩০) কিতাবুস-সুল্হ (সন্ধি চুক্তি বিষয়ক অধ্যায়-Law of Compositions); (৩১) কিতাবুল-মুদারাবা (মুলধন এবং শ্রমের মুনাফা ও পারস্পরিক অংশীদারিত্ব বিষয়ক অধ্যায়-Law of Co-partnership in the Profits of Stock and Labour-Law relating to Profits of Stocks and Labour); (৩২) কিতাবুল-ওয়াদীআ (আমানাত বিষয়ক অধ্যায়-Law of Deposits; (৩৩) কিতাবুল-আরিয়া (ঋণ বা ধারে গ্রহণ বা ধারে প্রদান বিষয়ক অধ্যায়-Law of Loans); (৩৪) কিতাবুল হিবা (দান ও অনুদান বিষয়ক অধ্যায়-Law of Gifts); (৩৫) কিতাবুল-ইজারা (ভাড়া গ্রহণ ও ভাড়া প্রদান বিষয়ক অধ্যায়-Lawof Hire); (৩৬) কিতাবুল মাকাতিব (চুক্তির ভিত্তিতে দাসমুক্তি বিষয়ক অধ্যায়); কিতাবুল ওয়ালা' (অভিভাবকত্ব বিষয়ক অধ্যায়); কিতাবুল-ইকরাহ (জবরদস্তীকরণ বিষয়ক অধ্যায়-Law relating to Compulsion); (৩৯) কিতাবুল-হাজর (নিবৃত্তকরণ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Inhibition); (৪০) কিতাবুল-মা'যুন (অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিষয়ক অধ্যায়-Law of Liscences); (৪১) কিতাবু'ল-গাসব (হরণ ও অপহরণ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Usurpation); (৪২) কিতাবুশ-শুফ'আ (প্রতিবেশী স্বত্ব উদ্ভূত অধিকার বিষয়ক অধ্যায়-Law of Pre-emption); (৪৩) কিতাবুল-কি'সমাহ (অংশ-বিভাজন বিষয়ক অধ্যায়-Law of Partition); (৪৪) কিতাবুল-মুযারা'আ (বর্গাচাষ বিষয়ক অধ্যায়- Law relating to Compacts of Cultivation); (৪৫) কিতাবুল-মুসাকাত (উদ্যান রচনা ও ফল চাষনীতি বিষয়ক অধ্যায়-Law relating to Compacts of gardening); (৪৬) কিতাবুল উদ'হিয়া (কুরবানীর পশু বিষয়ক অধ্যায়-Law of Slaughter); (৪৮) কিতাবুল-কারাহিয়া (অপসন্দনীয় কাজ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Abominations); (৪৯) কিতাবু ইহয়াই'ল মাওয়াত (পতিত যমীন আবাদকরণ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Cultivation of Waste Lands); (৫০) কিতাবুল-আশরিবা (বিভিন্নরূপ নিষিদ্ধ পানীয় বিষয়ক অধ্যায়-Law of Prohibited

liquors); (৫১) কিতাবুস-সায়দ (শিকার বিষয়ক অধ্যায়-Law of Hunting); (৫২) কিতাবুর রাহন [বন্ধক রাখা বিষয়ক অধ্যায়-Law of Pawns]; (৫৩) কিতাবুল জিনায়াত (ব্যক্তির বিরুদ্ধেকৃত অপরাধসমূহ বিষয়ক অধ্যায়-Law relating to Offences against the Persons); (৫৪) কিতাবুদ-দিয়াত (বিভিন্নরূপ ক্ষতিপূরণ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Fines and Damages-Law of Torts); (৫৫) কিতাবুল-মা'আকিল (হত্যার কারণে জনগণের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Levying of Fines); (৫৬) কিতাবুল ওয়াসায়া (ওয়াসিয়্যাত অর্থাৎ মরণোত্তরকালে পালনীয় মৃত্যুপূর্ব ইচ্ছা প্রকাশ বিষয়ক অধ্যায়-Law of Testaments wills); (৫৭) কিতাবুল-খুনছা (নপুংসক বিষয়ক অধ্যায়-Law of Hermaphrodives)। (IFB 1986, 18/69-70)

বিভিন্ন ভাষায় হিদায়া গ্রন্থ

হিদায়া গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অনূদিত গ্রন্থ ও অনুবাদকের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ইংরেজি

হিদায়া গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন চার্লস হ্যামিলটনস, ১৭৯১ সালে। তিনি আরবী ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থের পরিবর্তে ফারসী ভাষায় অনূদিত একটি গ্রন্থ থেকে ইংরেজি অনুবাদটি সম্পাদন করেন (Hallaq 2009,374-376)।

হিদায়া গ্রন্থের মূল আরবী গ্রন্থ থেকে নতুন আরেকটি ইংরেজি গ্রন্থ অনূদিত হয়, অনুবাদের কাজটি করেন পাকিস্তানের বিখ্যাত ইসলামিক লিগ্যাল স্কলার ড. ইমরান আহসান খান নিয়াজী (২৫ অক্টোবর ১৯৪৫), তিনি হিদায়া গ্রন্থের ভূমিকা সহ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তার অনুবাদটি ২০০৬ সালে আমাল প্রেস ব্রিস্টল থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার রচিত গ্রন্থটির নাম দেয়া হয় The Guidance।

উর্দু

হিদায়া গ্রন্থটি উর্দু ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। অন্যান্য ভাষাভাষীদের মতো এটি উর্দু ভাষীদের নিকটও সমানভাবে জনপ্রিয়। হিদায়া গ্রন্থটি একাধিক উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

(ক) ১৮৯৬ সালে মাওলানা সাইয়্যেদ আমীর আলী কর্তৃক আইনুল হিদায়া নামে অনূদিত গ্রন্থটি লক্ষ্মৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।
অত্র গ্রন্থটিকে আরো নতুন কলেবরে ২০০৩ সালে আইনুল হেদায়া জাদীদ নামে মাওলানা আনোয়ারুল হক ক্বাসেমী কর্তৃক পুনঃ সম্পাদিত হয়ে পাকিস্তানের দরুল ইশায়া'ত, করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।

(খ) ১৯৮৪ সালে আশরাফুল হিদায়া নামে উর্দু ভাষায় আরেকটি অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ছিলেন মাওলানা জামিল আহমদ ক্বাসেমী শাকরোডাভী (২০০৬) অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশ করে দারুল ইশায়া'ত প্রকাশনী, করাচী।

(গ) ২০০৪ সালে হিদায়া গ্রন্থটির পুনরায় উর্দু ভাষায় আরো একটি অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেটির নাম ছিল– আহসানুল হিদায়া, অনুবাদক ছিলেন আবদুল হালিম ক্বাসেমী বাস্তায়ী, বইটি প্রকাশ করে মাকতাবাহ রাহমানিয়্যাহ, লাহোর।

(ঘ) ২০০৮ সালে হেদায়া গ্রন্থের উর্দু ভাষায় নতুন আরো একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নাম হলো আসমারুল হিদায়া। এটির অনুবাদক হলেন মাওলানা সামীরুদ্দীন ক্বাসেমী।

তুর্কি ভাষায় হিদায়া গ্রন্থ

তুর্কি ভাষাতেও হিদায়া গ্রন্থের একাধিক অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) ১৯৮২ সালে হাসান এইজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

(খ) ১৯৯০ সালে আহমাদ মেইলানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

(গ) ২০১৪ সালে হুসামেত্তিন ভানলিয়োগলু, আবদুল্লাহ হিকদোনমেজ, ফতিহ কালেনদার এবং এম্মিন আলী ইয়ুকসেল কর্তৃক প্রকাশিত হয় (wikipedia 2018)

বাংলাভাষায় হিদায়া গ্রন্থের অনুবাদ

হিদায়া কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও 'আল–হিদায়া' অনুদিত হয়। ১৯৯৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ চার খণ্ডে হিদায়া গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক– মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ।

উপসংহার

বুরহানুদ্দীন আলী ইবন আবী বকর আল-মারগীনানী র. ছিলেন ইসলামী অভিজ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী ও ফিকহ শাস্ত্রের এক অনন্য দিকপাল। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে স্বীয় যুগে অসাধারণ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর অপরিতৃপ্ত জ্ঞান, অপরিসীম বিদ্যাবত্তা ও সর্বোতমুখী প্রতিভা তাঁকে মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ফিক্হ এর কিতাব 'আল-হিদায়া' রচনা করে জগতে অমর হয়ে রয়েছেন। এ গ্রন্থটিতে মাসআলা বর্ণনার পাশাপাশি তার সমর্থনে কুরআন-হাদিসের দলিল এবং সংশ্লিষ্ট মাসআলায় মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থটি রচনায় তাঁর মোট সময় লাগে ১৩ বছর। এ গ্রন্থে ফিকহের মাসায়িলসমূহ

সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় জনসমাজে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এর পঠন-পাঠন সমভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন, যা ভবিষ্যতে এ গ্রন্থের মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রবৃদ্ধি সাধন ও পূর্ণতাদানে বেশী সহায়ক হবে। বিশেষত অত্র গ্রন্থের ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি ব্যবহারিক বিষয়গুলো বিশেষ শুফা, কাযা, বুয়ু ইত্যাকার বিষয়গুলোকে যদি আধুনিক পরিস্থিতির আলোকে বিন্যাসের জন্য ব্যাপক গবেষণা কর্ম পরিচালনা দরকার বলে আমি মনে করি। তাহলে বর্তমান সময়ের প্রচলিত অনেক ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক ধারণা এবং ব্যবসা পরিচালনা করা ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করার নিত্যনতুন ধারণা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আমি মনে করি।

Bibliography

Al-Ḥamawī, Yāqūt Ibn 'Abdallāh. 1965. Mu'jam al-Buldān. Tehran: Maktabah al-Asadī.

Al-Ihsan, Mufti Amim. 1962. Qawaid al-Fiqh. Dewband: Ashrafi Book Dipu.

Al-Marghīnānī, 'Alī ibn Abī Bakr. 2001. Al-Hidāyah. Translated by: Abu Taher Mesbah. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Al-Ziriklī, Khayr al-Dīn. 1995. Al-A'lām: qāmūs tarājim li-ashhar al-rijāl wa-al-nisā' min al-'Arab wa-al-musta'ribīn wa-al-mustashriqīn. Beirut: Dār al-'Ilm lil-Malāyīn.

Ganghuhi, Muhammad Hanīf. 1996. Jafr al-Muhassilin biahwal al-Musannifin. UP: Hanif Book Dipo.

Hallaq, Wael B. 2009. Sharī'a: Theory, Practice, Transformations. Cambridge University Press.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Al-Hidayah

Ibn Qutlubgha, Abū al-Fidā' Qāsim. 1992. Tāj al-Tarājim. Beirut: Dār al-Qalam.

IFB, Islamic Foundation Bangladesh. 1986. Islami Biswakosh (Encyclopedia of Islam). Vol. 18. Dhaka: Islamic Foundation.

Kahhālah, Umar Ridā. 1993. Mu'jam al-Mu'allifīn. Beirut: Muassasat al-Risālah

Khan, Ahmad Rida. 2014. Al-Ataya al-Nabwiyyah FI al-Fatawa al-Ridaviyyah. Collected by: Muhammad Meherjan. Lahor: Dar al-Ishaat.

Lucknawi, Muhammad Abdul Hai. 1987. Al-Sa'ādah Fī Kashf Mā Fī Sharh al-wiqāyah. Lahore: Suhail Academy.

Lacknuwi, Muhammad Abdul Hai. 1324H. Al-Fawaid al-Bahiyyah Fi Tarajim al-Hanafiyyah. Beirut: Matbaah al-Saadah.

Palanpuri, Sayeed Ahmad. 1996. Ap Fatwa Keysi De?. Sahranpur, UP: Maktabat Hejaz.